দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ

■ মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালিয়েছে জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও সুপ্রভাত বাংলাদেশ নামে স্থানীয় একটি সামাজিক সংগঠন। এ সময় তারা শহর ও শহরতলির বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সড়কে চলাচলের নিয়ম, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা ও প্রতিরোধ কৌশল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝে হাতে-কলমে প্রচারাভিযান চালায় ও লিফলেট বিতরণ করেন।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে শত মানুষের প্রাণ। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে কান্নার হাহাকার পড়ছে কোনো না কোনো বাড়িতে। অথচ সামান্য কিছু সাধারণ জ্ঞান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারে। যেমন রাস্তায় হেঁটে চলতে আমরা সাধারণত পথচারীর বাম দিক ব্যবহার করি। গাড়িগুলো যেহেতু বাম দিক দিয়ে চলাচল করে। তাই পেছন থেকে যে কোনো গাড়ি আপনাকে আঘাত করতে পারে। এজন্য সড়ক আইন অনুযায়ী যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে রাস্তায় চলতে পথচারিদের রাস্তার ডানপাশ ব্যবহার করার জন্য আমরা উৎসাহিত করছি। এতে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমবে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এমনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে আমরা মাগুরার ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রচারণা চালিয়েছি। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মাগুরা: বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রাস্তা পার হওয়া, রাস্তায় চলার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মো. সালাউদ্দিন —ইত্তেফাক

তিনি আরো জানান, রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে পুনরায় ডান দিকে দেখে তারপর রাস্তা পার হবেন। রাস্তায় চলাচলের সময় অহেতুক ব্যস্ততা পরিহার করতে হবে। মোবাইল ফোনে কথা বলা অবস্থায় রাস্তা পার হওয়া যাবে না। এ ধরনের ২০টি আহ্বান সম্বলিত ১০ হাজার প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শাহাজ উদ্দীন জানান, ট্রাফিক বিভাগ ও সুপ্রভাতের এ কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের কলেজের প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখন ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে। তারা প্রত্যেকেই এক একজন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছেন। এটি অত্যন্ত আশার কথা।

মাগুরা দুধ মল্লিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম নিলু জানান, রাস্তায় পথচারি হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময়ই দুর্ঘটনার শিকার হন। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে তারা নিজেরা সচেতন হতে পারছে। সেই সাথে তারাই তাদের পরিবারকে সচেতন করতে পারবে।

আয়োজক সংগঠন সুপ্রভাত বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক খান শফিউল্লাহ জানান, সড়কে মৃত্যুর মিছিল প্রতিদিনই আমাদের মনকে কাঁদায়। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে ট্রাফিক বিভাগের সাথে যৌথভাবে আমরা এ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে একটি মৃত্যুও যদি বন্ধ করা সম্ভব হয় সেটিই হবে আমাদের সফলতা।

বাস্তবে রাস্তা পার হওয়া, রাস্তায় চলার নিয়ম শেখাচ্ছেন পুলিশ ইন্সপেক্টর —ইত্তেফাক